এবং
মুশায়েরা

মার্টিন হাইডেগার

এবং মুশায়েরা

সাহিত্য ও সংস্কৃতি বিষয়ক ত্রৈমাসিক পত্রিকা
ষড়বিংশ বর্ষ □ ৪র্থ সংখ্যা
মাঘ-চৈত্র ১৪২৬ □ জানুয়ারি - মার্চ ২০২০

৮১

মার্টিন হাইডেগার বিশেষ সংখ্যা

সম্পাদক : সুবল সামন্ত

৩৮/এ/১, নবীনচন্দ্র দাস রোড, কলকাতা ৭০০০৯০
দূরভাষ : ২৫১০০৭৮৭ / ৯৪৩২২৫৪৩১৩ / ৯৮৭৪৯৪৩২৫৫
E-mail: mushayera@gmail.com

নি য় মা ব লি

'এবং মুশায়েরা' সাহিত্য ও সংস্কৃতি বিষয়ক ত্রৈমাসিক পত্রিকা

বৈশাখ থেকে বছর আরম্ভ হয়। যে কোন সময় গ্রাহক হওয়া যায়।

বার্ষিক গ্রাহক চাঁদা ১০০০ টাকা। আজীবন (১২ বছর) ১০০০০ টাকা।

প্রতিষ্ঠান বার্ষিক ১২০০ টাকা। আজীবন (১২ বছর) ১২০০০ টাকা।

নতুনদের ভালো লেখা প্রকাশে অগ্রাধিকার পায়।

লেখায় লেখকের নাম ঠিকানা থাকা চাই

জেরক্স কপি অবিবেচ্য।

পুস্তক আলোচনার জন্য দু কপি বই পাঠাতে হয়।

'এবং মুশায়েরা' পত্রিকা সংক্রান্ত যাবতীয় যোগাযোগ কার্যালয়ের ঠিকানায় করা যাবে।

Regd No. 53193/94
ISSN 0976-9307

কার্যালয়: ৩৮/এ/১, নবীনচন্দ্র দাস রোড, কলকাতা ৭০০০৯০

দূরভাষ : ২৫১০০৭৮৭ / ৯৪৩২২৫৪৩১৩ / ৯৮৭৪৯৪৩২৫৫

E-mail: mushayera@gmail.com

কলেজস্ট্রিট কাউন্টার: ১৫ শ্যামাচরণ দে স্ট্রিট, কলকাতা ৭০০০৭৩
(বিদ্যাসাগর টাওয়ার □ গ্রাউণ্ড ফ্লোর □ শপ নং: এ-১৮)

ঘোষণা

সংবাদপত্রের রেজিস্ট্রেশন (কেন্দ্রীয়) বিধি (১৯৫৬) ৮নং ধারা অনুসারে প্রদত্ত বিবৃতি।
পত্রিকার নাম: এবং মুশায়েরা
প্রকাশের স্থান: ৩৮/এ/১, নবীনচন্দ্র দাস রোড কলকাতা ৭০০০৯০
প্রকাশকাল : ত্রৈমাসিক
সম্পাদক/প্রকাশক/ মুদ্রক: সুবল সামন্ত, ভারতীয়, ৩৮/এ/১, নবীনচন্দ্র দাস রোড কলকাতা ৭০০০৯০
স্বত্বাধিকারী: সুবল সামন্ত, ভারতীয়, ৩৮/এ/১, নবীনচন্দ্র দাস রোড কলকাতা ৭০০০৯০
এতদ্বারা আমি সুবল সামন্ত ঘোষণা করিতেছি যে উপরোক্ত তথ্যগুলি আমার বিশ্বাস ও জ্ঞানমত সত্য।
০২-০২-২০২০

স্বাঃ সুবল সামন্ত

সূচিপত্র

সম্পাদকীয়		৭
কবিতা		
মার্টিন হাইডেগার	অলোকরঞ্জন দাশগুপ্ত	১১
প্রবন্ধ		
সত্তার খোঁজে হাইডেগার	নির্মাল্য নারায়ণ চক্রবর্তী	১২
Being and Time গ্রন্থে হাইডেগারের দৃষ্টিতে যথার্থ ও অযথার্থ মানবীয় সত্তা এবং নৈতিকতাসংক্রান্ত প্রশ্ন	সমরীকান্ত সামন্ত	২২
হাইডেগার ও টেকনোলজি	কল্যাণ সেনগুপ্ত	৪৫
হাইডেগারের মৃত্যু-তত্ত্বভিত্তিক কিছু ভাবনা-চিন্তা	তীর্থনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়	৪৮
"মন চলো নিজ নিকেতনে" ঃ স্বকীয় সত্তার সন্ধানে হাইডেগার	সন্তোষ কুমার পাল	৫২
আমি কিভাবে আছি : অনধিকারীর হাইডেগার চর্চা	কৌশিক জোয়ারদার	৬৪
ভাষা সম্পর্কে হাইডেগার : একটি সমীক্ষা	প্রলয়ঙ্কর ভট্টাচার্য্য	৭৪
মার্টিন হাইডেগার-এর বিখ্যাত দার্শনিক তত্ত্ব বিশ্লেষণে ধীরেন্দ্রমোহন দত্ত	মীরাতুন নাহার	৮২
'Being-in-the-world' হাইডেগারের দার্শনিক অনুসন্ধান	মৈত্রেয়ী দত্ত	৮৯
মৃত্যু কি এক সম্ভাবনা?	অরুন্ধতী মুখার্জী	৯৩
মানবসত্তা ও জগৎ	কন্যা সেনগুপ্ত	১১৭
হাইডেগারের ভাবনায় আর্ট বা শিল্প	মিতঋক বর্মা	১২২
ধরিত্রী : হাইডেগারীয় সম্পূর্ণশূন্য'র সন্ধানে	পথিক বসু	১২৮
হাইডেগারের কাব্য ভাবনা	উদয়শংকর বর্মা	১৪০
হাইডেগার এবং সত্তার রাজনীতি	নিষাদ পট্টনায়ক	
বিংশ শতাব্দীর প্রেম: হানা আরেন্ট এবং মার্টিন হাইডেগার	অংকুর সাহা	১৮১

হাইডেগারের ভাবনায় আর্ট বা শিল্প

মিতঋক বর্মা

ফ্রিড্রিখ নীৎশের পরই উত্তর-আধুনিক ও উত্তর-গঠনবাদী ইউরোপীয় দার্শনিকদের উপর সবচেয়ে বেশী প্রভাব সম্ভবত মার্টিন হাইডেগারের। নাৎসি জাতীয়তাবাদকে সমর্থনের জন্য হিটলার পরবর্তী সময়ে বহুলভাবে নিন্দিত হলেও উত্তর আধুনিক প্রায় সমস্ত ইউরোপীয় দার্শনিকের ভাবনার সঙ্গেই হাইডেগারের ভাবনার সমান্তরণ বিশ্লেষণ করা সম্ভব। চিন্তাভঙ্গীর এই মিল শুধুমাত্র সমকালীন সমাজ ও পরিস্থিতি-নির্ভরই নয় বরং তা হাইডেগারের যুগোপযোগী নব্য-দার্শনিক চিন্তাধারার প্রভাবপ্রসূত বলে মনে হয়। তবে নীৎশের দর্শনের প্রভাবও এই মিলের পিছনে কিছুমাত্রায় দায়ী। তাছাড়া নীৎশে ক্লাসিকাল গ্রীক পণ্ডিত হিসেবে গ্রীক দর্শনের মূল ধারা থেকে তাঁর রসদ সংগ্রহ করেন। হাইডেগারও একইরকমভাবে গ্রীক দর্শন দ্বারা প্রভাবিত ছিলেন। আর্ট বা শিল্প সম্পর্কে হাইডেগারের ভাবনা মূলত নীৎশের শিল্পভাবনারই প্রতিক্রিয়াজাত। শিল্প ও সত্যের মধ্যে যে সম্পর্কের কথা নীৎশে বলেন তারই পর্যালোচনার লক্ষ্যে হাইডেগারের শিল্প-বিষয়ক প্রবন্ধটি "Der Ursprung des Kunstwerks", "The Origin of the Work of Art", "শিল্পকর্মের উৎস") বিরচিত হয়। এ প্রসঙ্গে উল্লেখ্য এই যে, হাইডেগারের শিল্পভাবনা বিষয়ক রচনার অন্বেষণে বর্তমান লেখককে তিনটি সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়েছে — এক, হাইডেগার লিখেছেন প্রচুর। অতএব হাইডেগার-চর্চাই একমাত্র অভিনিবিষ্ট না হলে এবং হাইডেগারীয় ভাবনার সঙ্গে সম্যক পরিচয় সাধিত না হলে এক জীবনে তাঁর সমস্ত লেখার বিশ্লেষণী অধ্যয়ন অসম্ভব না হলেও যথেষ্ট সময় ও কষ্ট সাপেক্ষ। দুই, হাইডেগারের সমস্ত রচনা (Heidegger Gesamtausgabe) এখনও প্রকাশিত হয়নি, অনূদিতও হয়নি। তাঁর অপ্রকাশিত রচনাগুলি যখন প্রকাশ করা হয়, তখন সেগুলিকে রচনাক্রম অনুযায়ী প্রকাশ করা হয় না। মৃত্যুর আগে হাইডেগার নিজেই নির্ধারণ করে দিয়েছিলেন কীভাবে রচনাকাল অনুসরণ না করে বিষয় অনুসারে তাঁর রচনাগুলি প্রকাশ করতে হবে। ফলত হাইডেগারের অপ্রকাশিত পাণ্ডুলিপি পাঠের বিশেষাধিকার না থাকলে তাঁর দার্শনিক ভাবনার সামগ্রিক মূল্যায়ন যথাযথ হবে না। আর এজন্য অবশ্যই জার্মান ভাষায় বিশেষ বুৎপত্তি থাকা অতীব প্রয়োজনীয়। তিন, হাইডেগার অনেকক্ষেত্রেই যে শব্দগুলি ব্যবহার করেছেন সেগুলি তাদের প্রচলিত দৈনন্দিন অর্থে প্রয়োগ না করে মূল গ্রীক উৎসরূপটিকে ধরে প্রয়োগ করেছেন। অতএব সুনিরূপিতভাবে হাইডেগার পঠনের জন্যে ক্লাসিকাল গ্রীক ভাষার সম্যক জ্ঞান থাকা আবশ্যক।

যাইহোক, এই ধরনের প্রতিবন্ধকতাগুলিকে উপেক্ষা করেও যদি হাইডেগারের রচনাবলিতে মনোনিবেশ করা যায়, তাহলে সাধারণভাবে সেখানে আমরা লক্ষ্য করি যে, 'বিইং অ্যান্ড টাইম' ছাড়া আরও অন্তত চারটি রচনায় তিনি শিল্প নিয়ে তাঁর নিজস্ব অভিব্যক্তির প্রকাশ ঘটিয়েছেন। এর মধ্যে তিনটি হলো প্রবন্ধ। এগুলির নাম যথাক্রমে, "The Origin of the Work of Art" "শিল্পকর্মের উৎস" (১৯৩৫-৩৬), "The age of the World Picture" "বিশ্ব-চিত্রের যুগ" (১৯৫০), "The Question Concerning Technology" এবং "টেকনোলজি বিষয়ক প্রশ্ন"। আর একটি হল পুরো বই। নাম— "Nietzsche- The Will to Power as Art" "নীৎশে: শিল্প হিসেবে ক্ষমতার আকাঙ্ক্ষা"। তাঁর "শিল্পকর্মের উৎস" প্রবন্ধে হাইডেগার শিল্পের 'উৎস' বা তাঁর 'origin'-এর অনুসন্ধান করেছেন। এখানে হাইডেগার 'origin' বোঝাতে ব্যবহার করেছেন জার্মান শব্দ 'der Ursprung' যার অর্থ 'উৎসারিত হওয়া' এবং তিনি একই সঙ্গে আর্ট বা শিল্প থেকে কী উৎসারিত হয় সে বিচারেরও চেষ্টা করেছেন। একইসঙ্গে তিনি সচেতন শিল্পের সঙ্গে সত্যের সম্পর্ক নির্ণয়ের চেষ্টাও করেছেন। এর মূলে সম্ভবত সেই প্রচলিত বিশ্বাসটি ছিল যে, শিল্প সত্যকে প্রকাশিত করে। হাইডেগেরীয় ভাবনায় 'সত্য' (Aletheia) হল, তাই যা 'প্রকাশিত হয়' বা যার আবরণ উন্মোচিত হয়।

তাঁর 'শিল্পকর্মের উৎস' প্রবন্ধের শুরুতেই হাইডেগার আমাদের মনে করিয়ে দেন যে, কোনো কিছুর উৎসই (origin) তাঁর প্রকৃতিও (nature) নির্দেশ করে। অতএব শিল্পের উৎস নিয়ে প্রশ্ন করলে তাঁর প্রকৃতি নিয়েও স্বভাবতই প্রশ্ন ওঠে। কিন্তু শিল্পের প্রকৃতি নিয়ে প্রশ্ন করতে গেলে শিল্পীর প্রকৃতি নির্ধারণও প্রয়োজন। একজন শিল্পী তিনিই, যিনি শিল্প রচনা করেন। অর্থাৎ অন্যদিক থেকে দেখলে শিল্পই শিল্পীকে সংজ্ঞায়িত করে, শিল্পীও আসলে শিল্পের ফসল। এখানে হাইডেগারের ভাবনার সঙ্গে বার্তের ভাবনার মিল লক্ষণীয়। বার্তের কাছে রচনাকার গৌণ, রচনাই মুখ্য। হাইডেগার অবশ্য দাবি করেন যে, শিল্প ও শিল্পীর সম্পর্ক পারস্পরিক। তাঁর নিজের ভাষায়,

"শিল্পী হলেন শিল্পের উৎস। শিল্প হল শিল্পীর উৎস। কেউই অন্যকে ব্যতীত নন।"[৭]

আবার অন্যদিকে শিল্প কী সেই প্রশ্নের উত্তরে যদি শিল্পকর্মের দিকে তাকাতে হয় এবং শিল্পের প্রকৃতিই যদি শিল্পকর্মের সংজ্ঞা দান করে তাহলে এক চক্রের সৃষ্টি হয়, যে চক্রে কখনই আমরা প্রকৃত উত্তর পেতে সমর্থ নই। হাইডেগার স্বীকার করেন যে, তিনি এই চক্রের বাইরে বেরোতে চাইলেও উপায়ন্তর না দেখে তিনি যে শিল্প কর্ম গুলি বর্তমান সেগুলির থেকেই শিল্পের প্রকৃতির অনুসন্ধান করবেন।[৮] উদাহরণস্বরূপ তিনি ভ্যান গঘের বিখ্যাত চাষীর জুতোর চিত্রটির কথা উল্লেখ করেন। যেটি কিনা বিভিন্ন সংগ্রহশালায় স্থানান্তরিত হয়েই চলেছে। তিনি উল্লেখ করেন হ্যেল্ডারলিনের সুরের কাগজের কথা, যা এক সৈনিকের যন্ত্রপাতি পরিষ্কারের কাগজের সাথে জমা ছিল, কিংবা বীঠোভেনের কোয়ার্টেট যা কিনা প্রকাশকের গুদামঘরে আলুর মতো পড়ে ছিল। এই উদাহরণগুলির মাধ্যমে তিনি শিল্পকর্মের বস্তুগত প্রকৃতির প্রতি আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করছেন। আমরা যদি এমনটা ধরেও নিই যে, শিল্পকর্ম প্রকৃতভাবে বস্তুময়তার বাইরের অন্য কিছুর নির্দেশক,